

97222 - সরকার থেকে অতিরিক্ত ভাতা পাওয়ার জন্য কলাকৌশল করা

প্রশ্ন

আমি একটি সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করি। আমি এমন একটি কাজ করছি যার মাধ্যমে সরকারের অনেকে অর্থ বাঁচিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু, তারা এর জন্য আমাকে ভালমানের কোন ভাতা দেননি। অথচ তারা যদি তৃতীয় কোন পক্ষের মাধ্যমে কাজটি করাত তাহলে এর জন্য অনেকে বড় অঙ্কের অর্থ পরিশোধ করত হত। তখন একজন কর্মকর্তা আমাকে পরামর্শ দলি য়ে, তুমি এ কাজে খরচ দেখিয়ে একটি ভাউচার নিয়ে আস যাতে করে মনে হবে য়ে, তৃতীয় কোন পক্ষের মাধ্যমে কাজটি সম্পাদিত হয়েছে। এভাবে আমি আমার অধিকার নতি পাবি। এ অর্থ কি হালাল হবে; নাকি হারাম? কনে?

প্রতি উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

এই অর্থ আপনার জন্য হারাম। আপনার জন্য এই অর্থ গ্রহণ করা নাজায়েযে। কেননা আপনি য়ে দায়িত্বটি পালন করছেন সেটো নমিনোকত অবস্থাগুলোর কোন একটি থেকে খালি নয়:

এক: আপনি য়ে দায়িত্ব পালন করছেন সেটো আপনার চাকুরীরই অংশ। এর বদলে আপনি মাসিকি বতেন গ্রহণ করছেন। সুতরাং আপনার কর্তব্য হচ্ছে- প্রতিশ্রুতি পূরণ করা এবং আপনি য়ে বতেন নচ্ছনে সেটোর বদলে কাজ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন: "হে মুমনিগণ, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূরণ কর।"[সূরা মায়াদি, আয়াত: ১] এ ক্ষেত্রে আপনি আপনার বতেনের অতিরিক্ত আর কোন কিছু পাবনে না। কেননা আপনি এ বতেনের ভিত্তিতে কাজ করার জন্য চুক্তিবিদ্ধ হয়েছেন। যদিও আপনার এ কাজে মাধ্যমে রাষ্ট্রের বড় ধরণের অর্থ বাঁচে যাক না কনে; যমেনটি আপনি উল্লেখ করেছেন।

দুই: আপনার কাজটি আপনার চাকুরীর বাইরের দায়িত্ব হওয়া। কিন্তু, য়ে ব্যক্তি এ কাজটি করবে তার জন্য রাষ্ট্র একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাতা নির্ধারণ করে রেখেছে। যদি আপনি কাজটি সম্পাদন করেন তাহলে আপনার জন্য এ ভাতাটি গ্রহণ করা জায়েয হবে। তবে, নির্দিষ্ট এ ভাতার চয়ে বর্শে গ্রহণ করার জন্য কলাকৌশলে আশ্রয় নয়ো জায়েয হবে না। কেননা রাষ্ট্র অতিরিক্ত অর্থ দিতে রাজি নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন: "হে মুমনিগণ, তোমরা পরস্পরের মধ্যে তোমাদের ধন-

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

সম্পদ অন্যায়ভাবে খয়েগো না, তবে পারস্পরিক সম্মতভাবে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা। আর তোমরা নিজেরা নিজেরকে হত্যা করো না। নশিচয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে পরম দয়ালু।"[সূরা নসি, আয়াত: ২৯] সুতরাং হয় আপনি নিষিদ্ধিট ঐ ভাতার বনিমিয়ে কাজটিকরবনে; কথিবা আপনি কাজটিকরার দরকার নহে।

এছাড়াও আরও দুইটি অবস্থা হতে পারে। যদিও বাস্তবতার নরিখি সে অবস্থাদ্বয় একটু দূরবর্তী তবুও জবাবটা পরপূর্ণ হওয়ার জন্য আমরা সে দুইটি অবস্থা সংঘটিতি হওয়ার সম্ভাবনাকে ধরে নছিছি।

তনি: এ কাজটি আপনার দায়িত্বের বাহিরে হওয়া এবং রাষ্ট্রের এ দায়িত্ব পালনকারীর জন্য কোন ভাতা নরিধারণ না করা এবং আপনার কাছ থেকেও এ কাজটি পালন করার দাবী না করা। এ অবস্থায় আপনি যদি এ কাজটি করেন তাহলে আপনি কিছুই পাবনে না; এমনকি এতে যদি রাষ্ট্রের অনেকে অর্থ বঁচে যায় তবুও। কেননা রাষ্ট্র আপনাকে কিছু পরিশোধ করার দায়িত্ব নয়েনি। ইবনে কুদামা (রহঃ) 'আল-মুগনি' গ্রন্থে বলেন: "যে ব্যক্তি কোন পারশ্রিমকি নরিধারণ করা ছাড়া কারো জন্য কোন কাজ করে সে ব্যক্তি কোন বনিমিয় পাবে না। এ বিষয়ে আমরা কোন মতভদে জানি না।"[সামান্য পরমির্জতি (৬/২২)]

চার: পূর্বের অবস্থার মত। তবে, রাষ্ট্র আপনাকে এ কাজ করার অনুমতি দিয়েছে। এবং আপনি পারশ্রিমকিরে বনিমিয়ে কাজটি করবনে এটা সুবদিতি। এ অবস্থায় আপনি যদি কাজটি করেন তাহলে আপনি সমধরণের কাজেরে অনুরূপ পারশ্রিমকি পাবনে। তাই আপনি রাষ্ট্রের কাছেরে সমধরণের কাজ করে অন্যরো যে পারশ্রিমকি দাবী করে আপনিও সটো দাবী করতহে পারনে। হাম্বলি মাযহাবের আলমে আললামা রুহইবানী তার 'মাতালবি উলনি নুহা ফি শারহি গায়াতলি মুনতাহা' গ্রন্থে বলেন: যদি কোন ব্যক্তি তার কাজেরে বনিমিয়ে পারশ্রিমকি নয়ের শর্তে কাজ করে; যমেন- লবণ উৎপাদনকারী, দর্জি, পরমিপকারী, ওজনকারী ও এদের মত অন্য যে মানুষ কাজেরে মাধ্যমে উপার্জন করে এবং কাজেরে মালকি তাকে কাজ করার অনুমতি দিয়ে তাহলে সে প্রথা অনুযায়ী প্রচলতি মজুরীর হকদার হবে।[সমাপ্ত (৪/২১২)]

যদি ধরে নয়ো হয় যে, শেষেক্ত অবস্থাটি ঘটছে সে ক্ষেত্রেও আপনার মথিয়ার আশ্রয় নয়ের অধিকার নহে। যহেতু মথিয়ার আশ্রয় নয়ো ছাড়া আপনি আপনার অধিকার পতে পারনে।

সর্বশেষে আমরা আপনাকে সাবধান করছিযে, একজন কর্মকর্তা রাষ্ট্রীয় অর্থ কলাকৌশল করে গ্রহণ করার জন্য আপনার সাথে একমত হওয়া হারাম। এ কলাকৌশল দ্বারা গৃহীত এ অর্থ আপনার জন্য হালাল হবে না। আপনার জন্য উপদেশ হল: আপনি আল্লাহকে ভয় করুন, হালাল উপার্জনের ব্যাপারে সচেষ্ট হোন। হালাল উপার্জনের মধ্যহে আল্লাহ আপনার জন্য বরকত দবিনে। যদি ইতিপূর্বে অন্যায়ভাবে কোন সম্পদ গ্রহণ করা হয়ে থাকে তাহলে সটো ফরত দওয়া আবশ্যকীয়। যদি ফরত দয়ো সম্ভবপর না হয় তাহলে মুসলমানদেরে কল্যাণে বা কোন ভাল কাজে সটো ব্যয় করে দতি হবে।

## ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

শাইখ বনি বায (রহঃ) কে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিলি যে ব্যক্তি যা পাওয়ার অধিকার নাই সটো গ্রহণ করেছে জবাবে তিনি বলেন: আপনার উপর আবশ্যকীয় হচ্ছে- এ সম্পদ ফরত দেওয়া। কেননা আপনি এ দায়িত্ব পালন না করার কারণে আপনি সটোর হকদার নন। যদি সটো ফরিয়ে দেওয়া সম্ভবপর না হয় তাহলে কোন কল্যাণের পথে সটো ব্যয় করুন; যমেন- গরীবদের মাঝে সদকা করে দেওয়া কিংবা কোন কল্যাণমুখী প্রজেক্টে দান করে দেওয়া। আর সাথে সাথে তওবা ও ইস্তিগফার করা এবং ভবিষ্যতে এমন কাজ পুনরায় করা থেকে সতর্ক থাকা।

[ফাতাওয়া উলামায়লি বালাদলি হারাম, পৃষ্ঠা-৮৩১]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।